আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ আন্দোলনের নেতা
গান্ধিজির ভাবশিষ্য

মার্টিন ল্যুথার কিং জুনিয়র

বিপুল রঞ্জন সরকার

গ্রন্থতীর্থ
৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

প্রাক্‌কথন

বিংশ শতক বিশ্বের ইতিহাসে মুক্তির দশক রূপে চিহ্নিত। দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের একে একে অবসান ঘটে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে নব নব মাত্রা সংযোজিত হয়। বিভিন্ন দেশে সংগঠিত হয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, কোনো কোনো দেশে তার পতনও ঘটে। মার্কসবাদ প্রবল শক্তিশালী একটি ধারা রূপে ইতিহাসকে প্রভাবিত করে। পাশাপাশি গান্ধিবাদ আরেকটি অতীব শক্তিশালী রাষ্ট্রনৈতিক হাতিয়ার রূপে আবির্ভূত হয়। ভারতবর্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে বহির্বিশ্বে তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। আফ্রিকা ও আমেরিকা সহ অন্যান্য মহাদেশেও তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গান্ধিবাদ আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। আমেরিকা যুক্তরাজ্যের মাটিতে গান্ধিজির অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে প্রবলভাবে

কাজে লাগান তাঁর ভাবশিষ্য মার্টিন ল্যুথার কিং জুনিয়র। সংক্ষিপ্ত ৩৯ বৎসরের জীবন হলেও বর্ণবহুল এই চরিত্র। মহাত্মা গান্ধি দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ শরু করেন ট্রেন যাত্রা কেন্দ্র করে, মার্টিন ল্যুথার কিং তাঁর আন্দোলন শুরু করেন মন্টোগোমারি বাস বয়কট দিয়ে। অনধিক দুই দশককাল জুড়ে বিস্তৃত তাঁর অহিংস আন্দোলন গুণগতভাবে আমেরিকা যুক্তরাজ্যে কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকারের লড়াইকে সমুন্নত স্তরে পৌঁছে দেয়। তারই ফলশ্রুতি ২০০৮-এ আমেরিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট্র বারাক হোসেন ওবামার নির্বাচন।

মার্টিন ল্যুথার কিং জুনিয়রের তাৎপর্যপূর্ণ লড়াইয়ের ইতিবৃত্ত বর্তমান গ্রন্থে সংক্ষেপে নিবেদিত।

— লেখক

ভূমিকা

ইতিহাসের পাতায় পাতায় রয়েছে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অগণিত ঘটনা। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে অত্যাধুনিক যুগ পর্যন্ত কোথাও তাতে ছেদ পড়েনি। বিভিন্ন দেশের ইতিহাস বিভিন্ন সময়ে গণহত্যার রক্তে কলঙ্কিত। আজ সভ্যতার শীর্ষে যে আমেরিকা যুক্তরাজ্যের অবস্থান, মানবাধিকার লঙ্ঘনের কলঙ্কিত বহু অধ্যায়ে তার ইতিহাস পূর্ণ। ১৬১৯ খ্রিস্টাব্দে একটি ওলন্দাজ জাহাজ ২০ জন আফ্রিকাবাসীকে নিয়ে আসে ইংরেজ উপনিবেশ জেমস টাউনে। স্থানটি ভার্জিনিয়ায় অবস্থিত। ঐ আফ্রিকাবাসীদের প্রথম ক্রীতদাস হিসাবে নিলামে তোলা হয়। তার সুদীর্ঘ ৩৮৯ বৎসর অতিক্রান্ত হবার পর ২০০৮ -এর ৫ নভেম্বর একজন কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকান —আফ্রিকান বারাক ওবামা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হন। কৃষ্ণাঙ্গদের এই সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণের যাত্রাপথে ঝরেছে অগণিত কৃষ্ণাঙ্গের রক্ত, হয়েছে

বর্ণনাতীত নিগ্রহ ও অত্যাচার। সুদীর্ঘ এই পথ যাঁদের অক্লান্ত শ্রম, বুদ্ধি, আন্দোলন ও নেতৃত্বে ধীরে ধীরে সুগম হয়েছে, তাঁদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্টিন ল্যুথার কিং জুনিয়র। ১৯২৯ খ্রি. জাত মার্টিন ল্যুথার গান্ধিজির ভাবশিষ্য। তাঁর পূর্ববর্তী প্রায় তিনটি শতাব্দীতে কৃষ্ণাঙ্গদের মানবাধিকারের দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনে তিনি প্রবল গতিবেগ সঞ্চার করেন। এই তীব্র গতির ধাক্কায় কৃষ্ণাঙ্গদের আন্দোলন গুণগতভাবে এক নব্যস্তরে উন্নীত হয়। আমরা তাঁর সম্পর্কে আলোচনার প্রাক্কালে আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গদের আন্দোলনের ইতিহাসের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করে নিতে পারি।

পটভূমিকা

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি একট্রি ওলন্দাজ জাহাজ ২০ জন আফ্রিকাবাসীকে ভার্জিনিয়ার জেমস্ টাউনে ইংরেজ উপনিবেশে খাদ্যের বিনিময়ে ক্রেতাদের হাতে তুলে দেয়। এতে সূচিত হয় ক্রীতদাসদের নিলামে তোলার রীতি।

১৬১৯ খ্রিস্টাব্দের কথা। তখন থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ঔপনিবেশিক শাসক এবং বণিক আফ্রিকা থেকে কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে এসে ধনী আমেরিকাবাসীদের কাছে বিক্রি করত। একেবারে গোড়ার দিকে অবশ্য কোনো কোনো ইউরোপীয় বণিক কৃষ্ণাঙ্গদের নিয়ে আসার জাহাজের ভাড়া মিটিয়ে দিতে পারলে মুক্তি দিত। কিন্তু কয়েক দশক পর থেকে আফ্রিকার বহু মানুষ আনা হত দাস হিসেবে। তাদের সামনে মুক্তির কোনো পথ খোলা থাকত না।

১৬৪১খ্রিস্টাব্দে ম্যাসাচুসেটস্ প্রথমে দাস প্রথাকে আইনি স্বীকৃতি দেয়। এর বছর কুড়ি পরে ভার্জিনিয়া আদালত কয়েক ধাপ এগিয়ে রায় দেয়, ক্রীতদাসের সন্তানও ক্রীতদাস।

মজার কথা হল ১৭৭৬ খ্রি. আমেরিকা যুক্তরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতারা স্বাধীনতার ঘোষণা গ্রহণ করেন। এর ফলে সর্বস্তরের সবার স্বাধীনতার স্বীকৃতি লাভ করা উচিত ছিল। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। ঘোষণায় বলা হল - "সব মানুষ সমান হয়ে জন্মায়"। কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গদের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেওয়া হল না। "ডিক্লারেশন অব ইন্ডিপেন্ডেন্টস্" প্রণেতা টমাস জেফারসনের ২০০ ক্রীতদাস ছিল। তাঁর মতে কৃষ্ণাঙ্গরা ঈশ্বরের সৃষ্টিহলেও শ্বেতাঙ্গদের থেকে পৃথক, কারণ তারা প্রেম এবং লালসার পার্থক্য বোঝে না এবং তাদের বেদনাও ক্ষণস্থায়ী। বিখ্যাত প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনও তাঁর বাগিচার ৩১৬ জন ক্রীতদাসের মালিক ছিলেন।

এর প্রায় দুই দশক পরে ১৭৯৪-এ আমেরিকায় প্রথম ক্রীতদাস বিরোধী জাতীয় একটি সংস্থা গড়ে ওঠে। তাদের আন্দোলনের জেরে আমেরিকায় ক্রীতদাস আমদানি খাতায় কলমে নিষিদ্ধ হয় বটে কিন্তু চোরা পথে এই স্রোত অব্যাহত থাকে। তাছাড়া ক্রীতদাস ব্যবহার বা তাদের ওপর অত্যাচার নিষিদ্ধ হয়নি। ঐতিহাসিকেরা অনুসন্ধান করে দেখেছেন এর পরবর্তী অর্ধ শতাব্দীতে আমেরিকাতে অন্তত আড়াই লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস আমদানি করা হয়েছে আইনের তোয়াক্কা না করে। শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা কৃষ্ণাঙ্গের উপর অত্যাচার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমেরিকার উত্তরাংশে

কৃষ্ণাঙ্গদের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হলেও দক্ষিণাঞ্চলে ক্রীতদাস প্রথার প্রসার ঘটতে থাকে। কোনো কোনো রাজ্য ক্রীতদাস প্রথার পক্ষে সওয়াল করে এবং কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর জুলুমকে সর্বতোভাবে প্রশ্রয় দেয়।

১৮৩৭ নাগাদ আমেরিকার উত্তরাংশের রাজ্যগুলিতে দাস প্রথা অবসানের একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যাঁরা দাসপ্রথা অবসানের পক্ষে, তাঁরা দক্ষিণের রাজ্যগুলি থেকে উত্তরে ক্রীতদাসদের পালিয়ে আসার ব্যাপারে কিছু সহায়তা দিতে শুরু করেন। দাসপ্রথা বিরোধী একটি সংগঠন গড়ে ওঠে ফিলাডেলফিয়াতে। তার সদস্যসংখ্যা ২ লক্ষ ছাড়িয়ে যায়।

আঙ্কল টমস্ কেবিন-এর গল্প

ক্রীতদাসদের জীবনযাত্রার বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনায় সমৃদ্ধ উপন্যাস 'আঙ্কল টমস্ কেবিন' পরিস্থিতি উপলব্ধি করায় সহায়ক হতে পারে মনে করে সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরছি।

১৮৫২ খ্রিস্টাব্দ। এটি হ্যারিয়েট বীচার স্টো রচিত একটি উপন্যাস। এই উপন্যাসটি আমেরিকার সমাজে প্রবল আন্দোলনের ঝড় তোলে। বস্তুত প্রবল বিপ্লব সংগঠিত করে। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট্র আব্রাহাম লিঙ্কন লেখিকার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় মন্তব্য করেন, "তাহলে এই ছোটখাটো ভদ্রমহিলাই বিশাল যুদ্ধটা শুরু করেছিলেন।" গ্রন্থটি ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশের পর প্রথম বৎসর আমেরিকায় ৩ লক্ষ কপি এবং গ্রেট ব্রিটেনে ১০ লক্ষ কপি বিক্রি হয়। প্রকৃতপক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকায় বাইবেলের পরেই এটি সর্বাধিক বিক্রীত গ্রন্থ। এর কাহিনি যেমন মর্মস্পর্শী, তেমনি বর্ণনাভঙ্গি সাবলীল। কানেকটিকাটে জাত লেখিকা ছিলেন

পেশায় শিক্ষিকা। তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়া গ্রন্থটির রচনায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন একজন প্রাক্তন ক্রীতদাস-এর রচিত আত্মজীবনীর দ্বারা। ওই প্রাক্তন ক্রীতদাস তখন কানাডার বাসিন্দা। ১৮৪৯-এ প্রকাশিত 'দি লাইফ অফ জোশিয়া হেনসন' গ্রন্থে তিনি আত্মকথনের মাধ্যমে কৃষ্ণাঙ্গ জীবনের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেন।

বইয়ের শুরু কেনটাকির পটভূমিকায়। খামারের মালিক আর্থার সেলবি ঋণজালে জড়িয়ে পড়েছে। ক্রীতদাসদের সঙ্গে তার পরিবারের সম্পর্কটা বেশ উদার এবং মধুর। তথাপি পরিস্থিতির চাপে সেলবি অর্থ সংগ্রহের তাগিদে দুজন ক্রীতদাসকে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেয়। একজন স্ত্রী এবং সন্তানাদি সহ মধ্যবয়স্ক কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস আঙ্ক ল টম। দ্বিতীয় জন হ্যারি। সে হল এমিলি সেলবির পরিচারিকা এলিজার সন্তান। ক্রেতা একজন ক্রীতদাস ব্যবসায়ী। এমিলি সেলবির ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ নয়, কারণ সে তার পরিচারিকার কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তার সন্তানকে কখনো বিক্রি করা হবে না। তাছাড়া এমিলির পুত্র জর্জ সেলবিও চায় না টমকে বিক্রি করে দেওয়া হোক, কারণ টমকে সে বন্ধুর চোখে দেখে। এলিজা যখন মিস্টার এবং মিসেস সেলবির পরিকল্পনার কথা জানতে পারে, তখন সে ঠিক করে ফেলে ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে যাবে। তার পূর্বে দুটি সন্তান নষ্ট হওয়ায় চোখের মণি এই সন্তান ছেড়ে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই গৃহকর্ত্রীর কাছে ক্ষমা চেয়ে একটা চিঠি লিখে সে রাত্রে পালিয়ে যায়। বিক্রি হয়ে গেলে টমকে একটা নৌকোয় তুলে নতুন